**শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স – এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স ভবন, ঢাকা, রবিবার, ১৩ কার্তিক ১৪২৫, ২৮ অক্টোবর ২০১৮

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

**সম্মানিত সভাপতি,**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**কূটনীতিক, উন্নয়ন সহযোগী ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ,**

**পার্বত্য অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ,এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী।**

**আসসলামু আলাইকুম ও** Very Good Evening**.**

**‘শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স’- এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।**

**গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সকল শহিদের প্রতি।**

**পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের প্রতি জাতির পিতার ছিল অগাধ ভালবাসা ও সহানুভূতি। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর মাত্র সাড়ে ৩ বছর সরকারের সময়ে ৩ বার তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি ভালবাসা, দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উপলব্ধি করেন, বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে দেশের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু একটি আলাদা বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেন।**

সুধিমন্ডলী,

**বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম। এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকারের গৃহীত নানা উদ্যোগের সর্বশেষ মাইল ফলক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স।**

**পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সুষম উন্নয়নের জন্য আমরা ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর ‘পার্বত্য শান্তি চুক্তি’ স্বাক্ষর করি। এই চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্ট দু’দশকের বেশি সময় ধরে চলমান রক্তক্ষয়ী সংঘাতের শান্তিপূর্ণ অবসান হয়। কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়া সম্পাদিত এ চুক্তি দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।**

**পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে। উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং জনসেবা নিশ্চিত করতে ৩০টি বিষয় ইতোমধ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীরাও এগিয়ে এসেছে এবং দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সহায়তা সম্প্রসারিত হচ্ছে। শান্তি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি পূনর্গঠন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে ২০০১ সালের আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন করা হয়।**

**ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ এর অধিকাংশ ধারা সংশোধন, সংযোজন ও প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন প্রণয়ন করা হয়। ফলে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের কার্যকারিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।**

**পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যপরিধি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৭৬ সালে জারীকৃত ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ’ বাতিল করে ২০১৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ড আইন প্রণয়ন করা হয়। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমে আরও গতি সঞ্চারিত হয়েছে।**

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

**শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পার্বত্যবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ৩টি পার্বত্য জেলায় ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আমরা ১ হাজার ৬৫৯ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করেছি। তিন পার্বত্য জেলায় ৮৭৩ কিলোমিটার বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মাণ ও বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য ৮৭৯ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মোবাইল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হয়েছে।**

**সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের যৌথ অংশগ্রহণে পার্বত্য জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিভিন্ন মেয়াদী অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে** UNDP-CHTDE **এর ১ হাজার ২০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।** UNDP **ও সরকার যৌথভাবে প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার** Strengthening Inclusive Development in CHT **প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে।** ADB **এর ঋণ সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে। ৫০৪ কোটি টাকার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প চলমান আছে।**

UNICEF **এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ জেলায় ৪ হাজার পাড়াকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসহ নানা উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও পার্বত্যবাসীর পুষ্টির চাহিদা মেটানোর জন্য মিশ্র ফলের চাষ করা হচ্ছে। প্রান্তিক ও দরিদ্র নারীদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির জন্য গাভী পালন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।**

**পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মসূচি হিসেবে উন্নত জাতের বাঁশ উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী জনবসতিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিদ্যুতের সাব-স্টেশন স্থাপন, বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন সম্প্রসারণ এবং সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণ কাজ চলমান রয়েছে। ফলে দুর্গম এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন জনপদও বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে।**

**পাহাড়ী জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে রাঙ্গামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। বান্দরবানে নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন কৌশল ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।**

সুধিবৃন্দ,

**দুর্গম পার্বত্য এলাকায় নতুন বিদ্যালয় স্থাপন এবং সংস্কারের মাধ্যমে ২০ হাজারের অধিক শিশুর পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি করেছি। পার্বত্য অঞ্চলে মাতৃভাষার শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় বর্ণমালা সংরক্ষণ এবং নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষাদানের কাজ শুরু হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকায় হোস্টেলসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করেছি। আরও বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হবে যেন পার্বত্য অঞ্চলে একটি শিশুও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত না হয়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় পার্বত্য অঞ্চলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারিকরণ করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গম এলাকায় প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সমন্বয়ের সুবিধার্থে আমরা নতুন উপজেলা, থানা ও ইউনিয়ন গঠন অব্যাহত রেখেছি। ইতোমধ্যে গুইমারা উপজেলা, সাজেক থানা ও বড়থলি ইউনিয়ন গঠন করেছি।**

**তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটগুলো পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ধারা ও ঐতিহ্য এবং স্বকীয়তা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট আছে।**

**বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সনে প্রথমবারের মত সার্কেল চিফদের ১ হাজার টাকা এবং হেডম্যানদের ১০০ টাকা হারে সম্মানীভাতার প্রচলন করেন। আমরা সার্কেল চিফ এর সম্মানি ১০ হাজার টাকা, হেডম্যানদের সম্মানি ১ হাজার টাকায় উন্নীত করেছি এবং কারবারিদের ৫০০ টাকা সম্মানি প্রদান করছি।**

সুধিমন্ডলী,

**ঢাকায় অবস্থানের জন্য এতদিন পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর নিজস্ব কোন ভবন ছিল না। রাজধানীতে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর ঠিকানা হিসেবে ‘শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স’ নির্মাণের জন্য বেইলি রোডে প্রায় ২ একর জমি বরাদ্দ প্রদান করি। এ কমপ্লেক্সের মাধ্যমে ঢাকায় পার্বত্য জেলার মানুষের একটি স্থায়ী ঠিকানা প্রতিষ্ঠিত হ’ল। পার্বত্য এলাকার নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সর্বোপরি রাজধানীতে পার্বত্য জেলাসমূহের সকল কর্মকান্ডের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে এই কমপ্লেক্স অবদান রাখতে পারবে। আমি আশা করি, এই কমপ্লেক্স জাতীয় মূল স্রোতধারার সঙ্গে পার্বত্যবাসীকে যুক্ত করার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।**

**জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় সম্প্রতি বাংলাদেশ জায়গা করে নিয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের ‘রোল মডেল’। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ শুরু করেছি। জাতির পিতা একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন। ২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।**

**‘শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স’- এর আমি শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।**

**সবাইকে ধন্যবাদ।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

**...**